

অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমাকে অবজ্ঞার প্রতিহেতু আমার শুদ্ধসত্ত্বময়ী তনুকে ভক্তেচ্ছাবশতঃ মনুষ্যাকার দেহে প্রকট করিয়াছি। অর্থাৎ তাহারা মনে করে—আমার এই দেহ প্রাকৃত মনুষ্যাকার। বস্তুতঃ আমার শ্রীমূর্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী স্বপ্রকাশী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু ভক্তগণের সঙ্কল্পবশতঃ নিত্যই প্রকটিতমনুষ্যাকার। মূর্ত্যলোক ইহার পরমতত্ত্ব জানে না বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। “মোঘাষা মোঘকর্মাণো” ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যা ; তাহারা যে আমাকে অনাদর করে, তাহার আর একটি কারণ এই যে, তাহারা মনে করে—আমাভিন্ন অণু দেবতান্তর সত্ত্বর সফল দান করিবে—এইপ্রকার ব্যর্থ আশা হৃদয়ে পোষণ করে। অতএব আমাতে বিমুখ বলিয়া নিষ্ফল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। আরও, তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান বিবিধ কুতর্কান্ত্রিত ; অতএব বিক্ষিপ্তচিত্ত। এই সকল দুষ্প্রবৃত্তি ঘটিবার কারণ—হিংসাদি প্রচুর রাক্ষসী অর্থাৎ তামসী, আর কামকর্মাদিবহুল অশুরী অর্থাৎ রাজসী বুদ্ধিভ্রংশকারী প্রকৃতি অবলম্বনে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।” এইক্ষণ কাহারো শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে, তাহাই “মহাত্মানস্ত মাং পার্থ” ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। “যাহারা মহাত্মা অর্থাৎ কামাদিতে অনভিভূতচিত্ত তাহারা দেবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অণু সঙ্কল্পশূণ্য হৃদয়ে জগৎকারণ নিত্যস্বরূপ আমাকে ভজন করিয়া থাকে।” অতএব সর্বান্তর্যামী ভজন হইতেও উত্তম বলিয়া তৎপর অষ্টাদশাধ্যায়ে সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ” ইত্যাদি শ্লোকে ‘সর্ব’ পদ উল্লেখহেতু শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্বোত্তমতা নির্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের অন্য অবতারভজন হইতে সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্বোত্তমতা স্মৃতিরূপে সুসিদ্ধ হইল। তৎপরে ১১।২৯।২১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণভজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব কৈমুত্যে দর্শন করাইতেছেন।

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্যঃ কল্পতে নিষ্ফলায় চেৎ ।

তত্রায়াসোহনিরর্থঃ শ্রান্ত্যাদেরিব সত্তমঃ ॥

“হে উদ্ধব ! যে যে বেদবিহিত ধর্ম্য আমাকে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সেই ধর্ম্য যদি নিষ্ফলত্ব কল্পিত হয় অর্থাৎ ফলকামনায় অর্পিত না হয়, তাহা হইলে সেই সেই ধর্ম্যে প্রয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম অনিরর্থ অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। ‘নিষ্ফলায়’—এই বিশেষণটি উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য ফলভোগাদিরূপ ভক্তির কোন অন্তরায় না থাকায় সেই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধির কোনপ্রকার বাধা হইতে পারে না ; সেই বিষয় অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির কোনপ্রকার বাধা যে উপস্থিত হইতে পারে না—তাহাই বুঝাইবার জন্য কৈমুত্যনীতি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ নিজের অসাধারণ ভজনীয়তাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত দিতেছেন—‘ভয়াদেরিব সত্তমা’ অর্থাৎ যেমন কংসাদিতে আমার সহিত সঙ্কমাত্র ছিল বলিয়া